আবারও রেকর্ড, ২৪ ঘণ্টায় বিশ্বে করোনায় আক্রান্ত এক লাখ ১৬ হাজারের বেশি

২৪ ঘণ্টায় আবারও করোনার রেকর্ড সংক্রমণ দেখলো বিশ্ব। বৃহস্পতিবার ভাইরাসটির নতুন সংক্রমণ শনাক্ত হয়েছে এক লাখ ১৬ হাজারের বেশি। এ নিয়ে মোট আক্রান্তের সংখ্যা ছাড়িয়েছে ৫৯ লাখ।

নতুন করে পাঁচ হাজার প্রাণহানিতে, মোট মৃত্যু তিন লাখ ৬২ হাজারের বেশি। মহামারীর পাঁচ মাসে, এদিন সর্বোচ্চ সংক্রমণ ও মৃত্যু রেকর্ড করেছে ব্রাজিল। মারা গেছেন প্রায় ১৩শ’ মানুষ। নতুন আক্রান্ত ২৪ হাজারের বেশি। এ নিয়ে দেশটিতে প্রাণহানি ২৭ হাজার ছুঁইছুঁই। আক্রান্ত সাড়ে চার লাখের কাছাকাছি।

যুক্তরাষ্ট্রে নতুন করে ১২শ’ মানুষের মৃত্যুতে প্রাণহানি বেড়ে হয়েছে ১ লাখ সাড়ে ৩ হাজার। আক্রান্ত ১৭ লাখ ৬৮ হাজার মানুষ। দিনের তৃতীয় সর্বোচ্চ মৃত্যু হয়েছে মেক্সিকোতে।
মৃত্যু তুলনামূলক কম হলেও রাশিয়াতে আক্রান্তের সংখ্যা ছাড়িয়েছে পৌনে চার লাখ। ইতালি-স্পেন-ফ্রান্সে করোনার নতুন সংক্রমণ ও মৃত্যুর নিম্নমুখী গ্রাফ অব্যাহত থাকলেও যুক্তরাজ্যে প্রাণ গেছে আরও পৌনে ৪শ’ মানুষের। সূত্র-বাংলাদেশ প্রতিদিন

সীমিত আকারে চালু হচ্ছে গণপরিবহন

৩১ মে থেকে সীমিত আকারে চালু হচ্ছে গণপরিবহন। সকাল ১০ টা থেকে বিকেল ৪ টা প্রর্যন্ত চলবে এই গণপরিবহন। তবে অবশ্যই স্বাস্থ্যবিধী মেনে স্বল্প সংখ্যাক যাত্রী নিয়ে এই পরিবহন চলবে।

এর আগে জানানো হয়, ৩১ মে থেকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলবে অফিস।

বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন গণপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী। আগামীকাল সকালে এবিষয় প্রজ্ঞাপন জারি করা হবে।

অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড চালু রাখতে সীমিত পরিসরে সব অফিস খোলা রাখতে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানান জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন।

তিনি বলেন, রাত আটটা থেকে সকাল ৬টা পর্যন্ত আগের মতো চলাচল সীমিত থাকবে। হাটবাজার দোকানপাট বিকাল ৪টা পর্যন্ত চলবে।

সূত্র – বিডি ২৪ লাইভ
মেপ্র/এমএফআর

ছুটি আর বাড়ছে না

প্রাণঘাতী করোনাভাইরাস সংক্রমণ পরিস্থিতিতে চলমান সাধারণ ছুটি আর বাড়ছে না। দীর্ঘ ৬৭ দিন বন্ধ থাকার পর আগামী ৩১ মে থেকে স্বাস্থ্যবিধিসহ কিছু নিয়ম মানা সাপেক্ষে খুলছে সরকারি অফিস।

বুধবার (২৭ মে) জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন গণমাধ্যমকে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। জানা গেছে, বয়স্ক, অসুস্থ ও গর্ভবতী নারীরা আপাতত অফিসে আসবেন না, গণপরিবহনও বন্ধ থাকবে।

আগামী ১৫ জুন পর্যন্ত স্কুল, কলেজ বন্ধ থাকবে। সূত্র-বাংলাদেশ প্রতিদিন

এবার ঢাকা ফেরার পালা,

পাটুরিয়া ঘাটে বাড়ছে ভিড়

ঈদ শেষে ফের ঢাকায় ফিরতে শুরু করেছে মানুষ। সকাল থেকে পাটুরিয়া ঘাটে ঢাকামুখী মানুষের ভিড় লক্ষ্য করা গেছে।

এদিকে ঢাকা-আরিচা মহাসড়কে অন্যান্য যানবাহন চলাচল করলেও বন্ধ রয়েছে গণপরিবহণ। বাধ্য হয়ে লোকজন রিক্সা, ভ্যান, মোটরসাইকেল, ট্রাকে রাজধানীমুখী হচ্ছেন।

গণপরিপরিবহণ বন্ধ থাকায় অতিরিক্ত ভাড়া দিয়ে গন্তব্যে যেতে হচ্ছে সাধারণ লোকজনের। বেশীর ভাগ যাত্রীকে ভেঙ্গে ভেঙ্গে পথ পাড়ি দিতে হচ্ছে। এতে দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে যাত্রীদের।

বিআইডব্লিউটিসি’র ভারপ্রাপ্ত ডিজিএম, মো. জিল্লুর রহমান জানান, এই নৌরুটে ফেরির কোন সমস্যা নেই। গণপরিবহন বন্ধ থাকার কারণে গাড়ির চাপ কম। ৭টি ফেরি দিয়ে জরুরী পণ্যবাহী ট্রাক, লাশবাহী গাড়ি ও অ্যাম্বুলেন্সসহ যাত্রীরা পারাপার হচ্ছে। সুত্র-বাংলাদেশ প্রতিদিন

আগামী পাঁচ দিন বজ্রসহ ঝড়- বৃষ্টির সম্ভাবনা

আগামী পাঁচদিন বজ্রসহ ঝড়-বৃষ্টির পূর্বাভাস জানিয়েছেন আবহাওয়া অধিদফতর। উত্তর বঙ্গোপসাগর এবং বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকায় বায়ুচাপের তারতম্যের কারণে বজ্রসহ বৃষ্টিপাতের এই সম্ভাবনা রয়েছে।

আবহাওয়া অফিস জানায়, রাজশাহী, ময়মনসিংহ, সিলেট ও রংপুর বিভাগের অনেক জায়গায়, ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগের কিছু জায়গায় দমকা হাওয়াসহ হালকা থেকে মাঝারি ধরনের বজ্রসহ বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। সারাদেশে তাপমাত্রা কমতে পারে। এছাড়া আগামী দুইদিন সারাদেশে বজ্রসহ বৃষ্টিপাত হতে পারে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অফিস।

এদিকে, আজ সকাল হয়েই রাত নেমে আসে ঢাকার আকাশে। বুধবার রাতভর বৃষ্টি শেষে ভোরের আলো ফোটার পরই আবার কালো মেঘে রাত নেমে আসে রাজধানীর বুকে। বৃষ্টি আর ঝড়ো হাওয়ায় কেপে উঠে রাজধানীবাসী। ভোরে রাজধানীতে তীব্র কালবৈশাখী ঝড়ে নিম্ন আয়ের এবং ফুটপাথে থাকা মানুষগুলোকে দুর্ভোগ পোহাতে হয়েছে। সূত্র-বাংলাদেশ প্রতিদিন

বিআইটিআইডির ল্যাব প্রধান করোনায় আক্রান্ত

চট্টগ্রামে যার নেতৃত্বে শত শত করোনা রোগীর নমুনা পরীক্ষা হচ্ছিল আর যার স্বাক্ষরেই রিপোর্ট পজেটিভ না নেগেটিভ তা চূড়ান্ত হচ্ছে; অবশেষ তিনি নিজেই করোনায় আক্রান্ত হলেন। আর অন্যদের মত নিজের করোনার পজেটিভ রিপোর্টে নিজেই স্বাক্ষর করেছেন।

তিনি চট্টগ্রামের ফৌজদারহাটস্থ বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ট্রপিক্যাল অ্যান্ড ইনফেকশাস ডিজিজেসের (বিআইটিআইডি) ল্যাব প্রধান ডা. শাকিল আহমেদ। মঙ্গলবার বিআইটিআইডিতে নমুনা পরীক্ষায় তার করোনা পজেটিভ রিপোর্ট আসে।
তিনি গত ২৫ মার্চ থেকে চট্টগ্রামের করোনা রোগীদের নমুনা পরীক্ষার টিমে নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন।

৩২ বছর ধরে চিকিৎসা গবেষণা নিয়ে কাজ করা ডা. শাকিল সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে বলেন, দৈনিক দুইশ থেকে তিনশ মানুষের নমুনা টেস্ট করছে তার টিম। তবে অনেক সর্তকতা অবলম্বন করায় তাদের এখনো কনোনায় কাবু করতে পারেনি। কিন্তু অবশেষে তিনি নিজেও করোনায় আক্রান্ত হলেন। সূত্র-বাংলাদেশ প্রতিদিন

বইয়ে যুক্তি, জ্ঞানে মুক্তি’- এ প্রতিপাদ্যে চলছে বই পড়া প্রতিযোগীতা

নভেল করোনাভাইরাসের কারণে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে ঘরে বসে সময় কাটাতে দেশব্যাপী বই পড়া প্রতিযোগিতা শুরু করেছে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ইয়ুথ এন্ডিং হাঙ্গার বাংলাদেশ।
‘বইয়ে যুক্তি, জ্ঞানে মুক্তি’- এ প্রতিপাদ্য নিয়ে এ আয়োজনে পঠিত বইয়ের রিভিউ লেখার মাধ্যমে নিতে পারবেন দেশের যে কোন প্রান্ত থেকে যে কেউ। প্রতিযোগিতার প্রতি পর্বে বিভাগভিত্তিক একজনকে বিভাগীয় বিজয়ী এবং প্রতি দুটি পর্বের বিজয়ীদের মধ্য থেকে একজনকে জাতীয়ভাবে বিজয়ী ঘোষণা করা হবে।
আয়োজকরা জানান, প্রতিযোগিতার প্রথম পর্ব গত ১৫ এপ্রিল শুরু হয়ে ৩০ এপ্রিল সমাপ্ত হয়েছে। দুই পর্বে আট বিভাগ থেকে ছয় শতাধিক পাঠক অংশ নিয়েছেন। প্রতি পর্বে ১৫ দিন সময়ের মধ্যে যেকোন এক বা একাধিক বই পড়ে রিভিউ লেখার মাধ্যমে যে কেউ অংশ নিতে পারবেন প্রতিযোগিতায়। প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে অনলাইন ফরম পূরণ রেজিস্ট্রেশন করতে হবে। বই পড়ার সময় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে সংগঠটির গ্রুপে বইটির ছবি সম্বলিত অন্তত তিনটি পোস্ট দিতে হবে। এরপর পঠিত বইয়ের উপর ৭০০-১২০০ শব্দের মধ্যে রিভিউ লিখে সংগঠনটির ই-মেইল অথবা ফেসবুক পেজে ম্যাসেজের মাধ্যমে পাঠাতে হবে। ইয়ুথ এন্ডিং হাঙ্গার বাংলাদেশের জাতীয় ফোরাম সদস্য ও প্রতিযোগিতার সমন্বয়কারী রাফিউ আহমেদ বলেন, ‘বিশ্বব্যাপী এই মহামারিতে মানুষ ঘরবন্দী। এ সময়ে বই পড়ার অভ্যাস গড়ে তোলার সুযোগ রয়েছে। এই চিন্তা থেকে আমরা বই পড়া নিয়ে একটি প্রতিযোগিতার শুরু করেছি। প্রতি পর্বে বিভাগ ভিত্তিক আটজন এবং প্রতি দুই পর্ব শেষে জাতীয়ভাবে একজনকে বিজয়ী ঘোষণা করা হবে। প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় পর্ব শেষ হয়ে তৃতীয় পর্বও চলছে। প্রতি পর্ব সমাপ্ত হলে বিভাগীয় বিজয়ীদের নাম এবং দুই পর্ব শেষেজাতীয় ভাবে বিজয়ীর নাম ঘোষণার করা হবে। তাদের পুরস্কৃত করা হবে।’ উল্লেখ্য, আন্তর্জাতিক বেসরকারি সংস্থা দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশের ইয়ুথ মোবিলাইজেশন ইউনিট ইয়ুথ এন্ডিং হাঙ্গার বাংলাদেশ।
প্রতিযোগতার বিষয়ে সংস্থাটির ইয়ুথ মোবিলাইজেশন ইউনিটের প্রধান শশাঙ্ক বরণ রায় জানিয়েছেন, ‘লকডাউন পরিস্থিতিতে বাসায় থাকা তরুণদের মেধাবিকাশের কাজে যুক্ত রাখতে আমাদের এ উদ্যোগ। এর মাধ্যমে মেধাভিত্তিক বাংলাদেশ গঠনে দেশের মেধাবী ও সৃজনশীল তরুণরা ভূমিকা রাখবেন বলে আশা করি।’

বিস্তারিত তথ্য সংগঠনটির ফেসবুক পেজ https://www.facebook.com/- YEHBD/ এবং ফেসবুক গ্রুপ https://www.facebook.com/- groups/YEH.THP/ রয়েছে।

গণস্বাস্থ্যের করোনা শনাক্ত কিটের ট্রায়াল স্থগিতে ফখরুলের উদ্বেগ

গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র উদ্ভাবিত করোনা শনাক্তকরণ কিট পরীক্ষার ট্রায়াল স্থগিতের ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। তিনি অবিলম্বে গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র উদ্ভাবিত এই কিট পরীক্ষার সমাধান দাবি করেছেন। পাশাপাশি গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা ডা. জাফরুল্লাহ আশু রোগমুক্তি কামনা করেছেন তিনি।

মঙ্গলবার বিএনপির সহ দফতর সম্পাদক বেলাল আহমেদ স্বাক্ষরিত এক বিবৃতিতে মির্জা ফখরুল এসব কথা বলেন।
বিবৃতিতে বিএনপি মহাসচিব বলেন, করোনা সংক্রমণ এবং মৃত্যুর হার দ্রুত বাড়ছে। আমরা ইতিমধ্যে গভীর উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করেছি যে, সাধারণ মানুষের সঙ্গে দেশের বরেণ্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরাও আক্রান্ত এবং মারা যাচ্ছেন।

তিনি আরও বলেন, আমরা গভীর উদ্বেগের সঙ্গে আরও লক্ষ্য করেছি যে, গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র উদ্ভাবিত করোনা পরীক্ষার কিট যখন বিএসএমএমইউতে ট্রায়াল পরীক্ষা হচ্ছিল সেই সময়ে হঠাৎ করেই সরকারের ঔষধ প্রশাসন গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের কিটের ট্রায়াল স্থগিত করেছে। এতে প্রতীয়মান হয় যে, ওষুধ প্রশাসন উদ্দেশ্যমূলকভাবেই করোনা পরীক্ষা করতে আগ্রহী নয়। আমরা দাবি করছি অবিলম্বে গণস্বাস্থ্যের কিট পরীক্ষার সমাধান হোক।

বিবৃতিতে ফখরুল বলেন, দেশের বরেণ্য মুক্তিযোদ্ধা, চিকিৎসক ও গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরী করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। আমি তার এবং অন্যান্য যারা করোনায়

আক্রান্ত হয়েছেন তাদেরও আশু রোগমুক্তি কামনা করছি। ইতিমধ্যে চিকিৎসক, নার্স, স্বাস্থ্যকর্মী, আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য, গণমাধ্যম কর্মী, রাজনীতিক ও বিশিষ্ট ব্যবসায়ী নেতারা করোনায় মারা গেছেন তাদের প্রতি গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করছি এবং তাদের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি।

তিনি আরও বলেন, জনগণের প্রতি আহ্বান জানাই-আপনারা ঘরে থাকুন এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা প্রণীত স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলুন। প্রসঙ্গত, গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র উদ্ভাবিত জিআর কোভিড-১৯ র্যা পিড ডট ব্লট কিট দিয়ে কোভিড-১৯ শনাক্ত এবং এ কিট সরবরাহ ও বাজারজাত করা থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়েছে ঔষধ প্রশাসন অধিদফতর। কিটটি অভ্যন্তরীণ গবেষণার কাজে ব্যবহারের কথা থাকলেও তা আপাতত স্থগিত ঘোষণা করেছে গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র।

সোমবার ঔষধ প্রশাসন এক চিঠিতে এই নির্দেশনা দেয়। পরিপ্রেক্ষিতে কিটের ট্রায়ালের কার্যক্রম স্থগিত করে গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র। সূত্র-যুগান্তর

মেহেরপুরসহ সারা দেশে মসজিদে ঈদের জামাত অনুষ্ঠিত

মেহেরপুরে বিভিন্ন মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়েছে ঈদুল ফিতরের জামাত । সোমবার (২৫ মে) সকালে ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যের মধ্য দিয়ে এ সকল ঈদের জামাত অনুষ্ঠিত হয়।

নিরাপদ সামাজিক ও শারীরিক দূরত্ব এবং করোনা ভাইরাস পরিস্থিতির জন্য সরকারের অন্যান্য নির্দেশনা মেনেই জামাত অনুষ্ঠিত হয়েছে।

জামাত শেষে খুতবা পেশ করা হয়। এর পর অনুষ্ঠিত হয় দোয়া ও মোনাজাত। মোনাজাতে দেশ ও জাতির মঙ্গল কামনা করা হয়েছে। পাশাপাশি সম্প্রতি বৈশ্বিক করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত ও মৃতদের জন্য দোয়া করা হয়েছে। এছাড়া মোনাজাতে সব উম্মতে মোহাম্মদির গুনাহ মাফ চাওয়া হয়। সব মৃত ব্যক্তির কবরের আজাব মাফ চাওয়া হয়।

যেকোনো বিপদ থেকে দেশকে হেফাজতের জন্য প্রার্থনা করা হয়েছে।

স্বাস্থ্যবিধি মানতে নামাজ শেষে কাউকেই দেখা যায়নি হাত মেলানো বা কোলাকুলি করতে। ফলে কিছুটা আক্ষেপ নিয়েই মুসল্লিরা ফিরেছেন ঘরে।

অনেকে আবার বলেন, ঈদের নামাজের পর প্রধান আনন্দ কোলাকুলিতেই। তবে নিজেদের নিরাপত্তার স্বার্থেই এবার তারা এসব থেকে বিরত থাকছেন।
মেপ্র/এমএফআর

বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের আজ ১২১ তম জন্মজয়ন্তী

‘বিদ্রোহী’ একটি অবিস্মরণীয় কবিতার নাম। ১৯২১ সালে তৎকালীণ বৃটিশশাষিত বিশাল ভারতবর্ষে এই একটি কবিতা সকলকে বিস্ময়কর ভাবে নড়ে-চড়ে বসতে বাধ্য করেছিলো। মাত্র একুশ বছর বয়সে রচিত এই কবিতার মাধ্যমে সারা ভারত বর্ষে এক ধুমকেতুর মতো আলোকবিচ্ছুরণে বিস্ময়কর আত্মজাগরণ হয় এক মহান কবি’র; নাম-কাজী নজরুল ইসলাম। তার অমর সৃষ্টি ‘বিদ্রোহী’ নামের এই অনবদ্য কবিতার নামেই সকলের কাছে পরিচিতি পেলেন ‘বিদ্রোহী কবি’ নামে। তারপর থেকে পাদ-প্রদীপের আলোয় উঠে আসা এই কবি একটানা লিখে চললেন দেশের স্বাধীনতার পক্ষে আর গণমানুষের নিপীড়ন, বৈষম্য, শোষণ ও পরাধীনতার বিরুদ্ধে।

তার লেখার প্রায় প্রতিটা কবিতার পরতে-পরতে উঠে এলো তৎকালীন সারাভারত বর্ষের মুক্তি দাবির পাশাপাশি সাম্যের বাঁধনে মানবমুক্তির উদাত্ত আহ্বান। সেই সাথে তার লেখনীতে অসাম্প্রদায়িক চেতনার অনবদ্য ফসল হিসেবে উঠে এসেছেÑসাম্প্রদায়িকতা ও ধর্মান্ধতারোধে প্রাসঙ্গিক নানান বিষয়াবলী এবং বিশ্বমানবমুক্তি আর ভালোবাসার জন্য অসামান্যসব লেখনী, কবিতা-গান। আজ ১১ জ্যৈষ্ঠ। বিশ্বমানবতার উপর নিপীড়ন, বৈষম্য, শোষণ ও পরাধীনতার বিরুদ্ধে অগ্নিকণ্ঠে সোচ্চার কবি কাজী নজরুল ইসলামের ১২১তম জন্মজয়ন্তী।

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ১২১তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদ, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, জাতীয় সংসদের বিরোধীদলীয় নেত্রী বেগম রওশন এরশাদ পৃথক পৃথক বাণী দিয়েছেন।

রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদ তার বাণীতে বলেন, ‘কবি কাজী নজরুল অসাম্প্রদায়িক, বৈষম্যহীন, শোষণমুক্ত ও শান্তিপূর্ণ সমাজ প্রতিষ্ঠার যে স্বপ্ন দেখতেন, তা বাস্তবায়নে আমাদের সকলের সম্মিলিত প্রয়াস অব্যাহত রাখতে হবে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, বিদ্রোহী কবির জীবনাদর্শ অনুসরণ করে একটি অসাম্প্রদায়িক, বৈষম্যহীন, শান্তিপূর্ণ, সুখী-সমৃদ্ধ ও আধুনিক বাংলাদেশ বিনির্মাণে আমাদের সকলের সম্মিলিত প্রয়াস অব্যাহত রাখতে হবে।

কবির এবারের এ জন্মবার্ষিকী উদ্যাপন উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নিদের্শনা অনুসারে করোনা ভাইরাস সংক্রমন জনিত কারণে জনসমাগম এড়িয়ে ডিজিটাল পদ্ধতিতে জাতীয়ভাবে এবং সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠন ও প্রতিষ্ঠান নানা কর্মসূচি গ্রহন করেছে। এর মধ্যে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ১২১তম জন্মবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে সংস্কৃতিমন্ত্রণালয় নির্মান করেছে বিশেষ অনুষ্ঠান ‘জাগো অমৃত পিয়াসী’।

আজ রোববার সকাল এগারটা হতে বিটিভিসহ বিভিন্ন টেলিভিশন চ্যানেলে একযোগে এই অনুষ্ঠান সম্প্রচার করা হবে। এর আগে সকাল ১১টায় স্বাস্থ্যবিধি মেনে ও শারীরিক দূরত্ব বজায় রেখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় মসজিদ সংলগ্ন জাতীয় কবির সমাধিতে পুষ্পস্তবক অর্পণের মধ্যে শুরু হবে দিনের আনুষ্ঠানিকতা। এতে প্রধান অতিথি থাকবেন সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ। বিশেষ অতিথি থাকবেন সংস্কৃতি সচিব ড. মো. আবু হেনা মোস্তফা কামাল।

কবি কাজী নজরুল ইসলাম-আজকের এই দিনে-বাংলা ১৩০৬ বঙ্গাব্দ’র ১১ জ্যৈষ্ঠ (ইংরেজি ১৮৯৯ সাল) পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার আসানসোলের জামুরিয়া থানাধীন চুরুলিয়া গ্রামে জš§গ্রহণ করেন। দ্রোহ, প্রেম, সাম্য, মানবতা ও শোষিত মানুষের মুক্তির বার্তা নিয়ে আসা কবির জন্ম। বাবা কাজী ফকির আহমেদ ও মা জাহেদা খাতুন। দুঃখ-দারিদ্র্য ছিল তার নিত্যসঙ্গী। ডাক নাম ছিল ‘দুখু মিয়া’। সে নামের সঙ্গে সুবিচার (!) করতেই যেন শৈশবে পিতৃহারা হন মানবতা আর

সাম্যের এই কবি। পিতার অকাল মৃত্যুতে পরিবারের ভরণপোষণের জন্য তিনি শিশু বয়সেই মক্তবে শিক্ষকতা, হাজি পালোয়ানের মাজারে খাদেম এবং মসজিদের মুয়াজ্জিনের কাজ করতে শুরু করেন। এরপরও কবিকে নানা বাধার দুর্লংঘ্য পর্বত পাড়ি দিতে হয়েছিল। এরই মাঝে একদিন সকলকে চমকে দিয়ে বাংলার সাহিত্যাকাশে দোর্দণ্ড প্রতাপে আত্মপ্রকাশ করেন কবি।

কবিরুপে নজরুলের এ অভ্যূদয় কেবল ধুমকেতুর সঙ্গেই তুলনীয় হতে পারে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তার সম্পর্কে যথ্যার্থই বলেছেন, ‘কাজী নজরুল ইসলাম কল্যাণীয়েষু, আয় চলে আয়রে ধূমকেতু/ আঁধারে বাঁধ অগ্নিসেতু, দুর্দিনের এই দুর্গশিরে উড়িয়ে দে তোর বিজয় কেতন।’

সময়ের পথপরিক্রমায় মানুষের চেতনায় আঘাত করে দেশ-প্রেম আর সত্যের পক্ষে এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে জাগিয়ে তোলার বিস্ময়কর ক্ষমতা লালন করতেন বলে তিনি হয়ে উঠেছিলেন অন্যায়-অবিচার, দুঃশাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের মূর্ত প্রতীক। কবি তার জ্যোর্তিময় লেখনিতে বারবার তুলে এনেছেন বাঙালির মেধা-মনন ও অস্তিত্বের জগত; অসম্প্রদায়িক বাঙালিত্ব, প্রেম, দ্রোহ আর মানবতা। পরবর্তীতে জ্যোর্তিময় অসম্প্রদায়িক এই কবি হয়ে উঠলেন-প্রেম, দ্রোহ আর মানবতার কবি। মানবানুভূতির এই ত্রয়ী বন্ধনের বাইরেও তার সৃজনে উঠে এসেছে বিপ্লব আর সাম্যের বাঁধনে মানবমুক্তির উদাত্ত আহ্বান।

বাংলার সাহিত্য আকাশে অগ্নিবীণা হাতে ধূমকেতুর মতোর আবির্ভাবের কবি নজরুলের ১৯২২ সালে প্রকাশিত হয় তার কাব্য-সংকলন ‘অগ্নিবীণা’। এই কাব্য-সংকলন বাংলা কবিতায় সৃষ্টি করে এক নতুন ধারা। এই কাব্যগ্রন্থের সবচেয়ে সাড়া জাগানো কবিতাগুলোর মধ্যে রয়েছে; ‘প্রলয়োল¬◌াস’, ‘আগমনী’, ‘খেয়াপারের তরণী’, ‘শাত-ইল্-আরব’, ‘বিদ্রোহী’, ‘কামাল পাশা’ ইত্যাদি। নজরুলের প্রথম গদ্য রচনা ছিল ‘বাউন্ডুলের আত্নকাহিনী’। ১৯১৯ সালের মে মাসে এটি সওগাত পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তার লেখা অন্যান্য গদ্যের মধ্যে রয়েছে ‘হেনা’, ‘ব্যাথার দান’, ‘মেহের নেগার’, ‘ঘুমের ঘোরে’। ১৯২২ সালে নজরুলের একটি গল্প সংকলন প্রকাশিত হয়; যার নাম ‘ব্যথার দান’। এছাড়া একই বছর প্রবন্ধ-সংকলন ‘যুগবাণী’ও প্রকাশিত হয়।

নজরুলের সাহিত্যকর্মের মধ্যে সবচেয়ে বেশি উল্লেখ্যযোগ্য হলো তার গান। কবির লেখা গানসমূহ এখন ‘নজরুলগীতি’ নামে পরিচিত। তার এসব গানের মধ্যে ভক্তিমূলক গান, প্রণয়গীতি, প্রকৃতি বন্দনা,

দেশাত্নবোধক গান, রাগপ্রধান গান, হাসির গান, ব্যাঙ্গাত্মক গান, সমবেত সঙ্গীত, রণ সঙ্গীত এবং বিদেশীসুরাশ্রিত গানসহ দশটি ভাগে বিভাজ্য হয়েছে। তিনি তার সীমিত কর্মজীবনে তিন হাজারেও অধিক গান রচনা করেছেন।

পৃথিবীর কোনো ভাষায় একক হাতে এত বেশি সংখ্যক গান রচনার উদাহরণ নেই। এ সকল গানের বড় একটি অংশ তারই সুরারোপিত। তার রচিত ‘চল চল চল, ঊর্ধগগনে বাজে মাদল’ বাংলাদেশের রণসঙ্গীত। তার কিছু গান জীবদ্দশায় গ্রন্থাকারে সংকলিত হয়েছিল যার মধ্যে রয়েছে গানের মালা, গুল বাগিচা, গীতি শতদল, বুলবুল ইত্যাদি। পরবর্তীকালে আরও গান সংগ্রন্থিত হয়েছে। তবে তিনি প্রায়শ তাৎক্ষণিকভাবে লিখতেন; একারণে অনুমান করা হয় প্রয়োজনীয় সংরক্ষণের অভাবে বহু গান হারিয়ে গেছে। এছাড়া, কাজী নজরুল গান রচনাকালে ১৯টি রাগের সৃষ্টি করেন। যা পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল।

তার সাহিত্যকর্মে প্রাধান্য পেয়েছে ভালবাসা, মুক্তি এবং বিদ্রোহ। ধর্মীয় লিঙ্গভেদের বিরুদ্ধেও তিনি লিখেছেন। ছোট গল্প, উপন্যাস, নাটক লিখলেও তিনি মূলত কবি হিসেবেই বেশি পরিচিত। বাংলা কাব্যে তিনি এক নতুন ধারার জš§ দেন। এটি হল ইসলামী সংগীত তথা গজল। নজরুল প্রায় তিনহাজার গান রচনা এবং সুর করেছেন; যা এখন নজরুল সংগীত নামে পরিচিত। মধ্যবয়সে তিনি পিক্স ডিজিজে আক্রান্ত হন। এর ফলে আমৃত্যু তাকে সাহিত্যকর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন থাকতে হয়। এক সময় তিনি মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেন।

এই মানসিকভারসাম্যহীন কবিকে ১৯৭২ সালের ২৪ মে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নিজ উদ্যোগে সপরিবারে ভারতে থেকে বাংলাদেশে নিয়ে আসেন। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ সরকার তখন কবি কাজী নজরুল ইসলামকে বাংলাদেশের নাগরিকত্ব প্রদান করেন এবং জাতীয় কবি হিসেবে ঘোষণা দেন। বাংলা সাহিত্য এবং সংস্কৃতিতে তার বিশেষ অবদানের স্বীকৃতিস্বরুপ ১৯৭৪ সালের ৯ ডিসেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তাকে সম্মানসূচক ডি.লিট উপাধিতে ভূষিত করে। বিশ্ববিদ্যালয়ের এক সমাবর্তনে তাকে এই উপাধি প্রদান করা হয়।

একই সালে কবির ছোট ছেলে ও বিখ্যাত গিটার বাদক কাজী অনিরুদ্ধ মৃত্যুবরণ করেন। ১৯৭৬ সালে কবি নজরুলের স্বাস্থ্যেরও অবনতি হতে শুরু করে। এ বছরের ২১ ফেব্রুয়ারি দেশের সর্বোচ্চ বেসামরিক পদক ‘একুশে পদক’ প্রদান করা হয় তাকে। তৎকালীন প্রধান আইন প্রশাসক

জিয়াউর রহমান ঢাকার তৎকালীন পিজি হাসপাতালের ১১৭ নম্বর কেবিনে তার হাতে দিয়ে আসেন। সেখানেই কবির শেষ দিনগুলো কাটে। সে বছরের ২৯ আগস্ট তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তার জীবনকাল ৭৮ বছর হলেও ১৯৪২ সালের জুলাই মাসে তিনি গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। ১৯৭৬ সালের ২৯ আগস্ট মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তিনি দুঃসহ নির্বাক জীবন কাটিয়েছেন।

তার মৃত্যুর পর তার লেখা গান-‘মসজিদেরই পাশে আমায় কবর দিয়ো ভাই, যেন গোরের থেকে মুয়াজ্জিনের আযান শুনতে পাই’ কথাকে বাস্তব প্রতিফলন ঘটিয়ে তাকে সমাহিত করা হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় জামে মসজিদের পাশে।

ধ্যানে-জ্ঞানে, নিশ্বাসে-বিশ্বাসে, চিন্তাচেতনায় পুরোদস্তুর অসাম্প্রদায়িক জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম এখনও দুই বাংলায় সমভাবে সমাদৃত। তার প্রসঙ্গে ওপার বাংলার কবি অন্নদাশঙ্কর রায় বলেছেন, ‘ভুল হয়ে গেছে বিলকুল/আর সবকিছু ভাগ হয়ে গেছে/ভাগ হয়নিকো নজরুল/এই ভুল টুকু বেঁচে থাক/বাঙালি বলতে একজন আছে/দুর্গতি তাঁর ঘুচে যাক।

মেপ্র/এমএফআর